দ্বিতীয় প্রবাস - ১২

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

রাতের খাবারের পর দীর্ঘ তিন দশক পর দেখা হওয়া দু'বন্ধু গল্পে ডুবে গেলাম। অতীত স্মৃতির রোমন্থন, দু'জনের সূদীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ির সময়ের ইতিহাস, জীবনের ক্রমবিবর্তন, সহস্র টানা-পোড়েন, আর নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝখান দিয়ে জীবনের পথ চলার অন্তহীন গল্প কি আর শেষ হয়। ১৯৭২ এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউশনের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা [Production Management] বিষয়ের সদাহাস্যোজ্জল এবং সুদর্শন সহকারী অধ্যাপক মাহমুদ হাসান আজ ২০০৬ সালে রাটগারস বিজনেস স্কুলের ফাইনানস বিভাগের পূর্ণ স্থায়ী অধ্যাপক [Tenured Full Professor] এবং একই সংগে ফার্মাসিউটিকাল ম্যানেজমেন্টে এম বি এ প্রোগ্রামের ডাইরেক্টর। ফার্মাসিউটিকাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত হিসেবে অধ্যাপক মাহমুদ হাসান সারা আমেরিকায় এক সুপরিচিত নাম। কেউ, এমনকি মাহমুদ হাসান নিজেও সম্ভবতঃ তার জীবনায়নের এই বিচিত্র রূপান্তরের কথা ভাবেননি। কিন্তু জীবন হাত ধরে কাকে, কোথায়, কখন এবং কিভাবে নিয়ে যাবে কে বলতে পারে?

ব্যক্তিগত জীবনে হাসান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ জনাব জিল্লুর রহমানের আপন চাচাতো ভাই। যেহেতু জিল্লুর রহমান সাহেবের আর কোন ভাই নেই, অনেকের মতো আমার ও ধারণা ছিল তাঁর চাচাতো ভাই মাহমুদ হাসান ই সম্ভবতঃ তাদের পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মশাল সামনে এগিয়ে নেবেন। এ ধারণা খুব অসঙ্গত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার স্বল্প পরিসরের শিক্ষকতা জীবনের সহকর্মী মাহমুদ হাসান আমেরিকা থেকে এম বি এ ডিগ্রি শেষ করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেন। আমার যতটুকু মনে পরে, বাকশাল গঠিত হওয়ার পর তিনি এই নব্য দলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সংগঠনে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে যেহেতু তিনি অত্যন্ত অমায়িক, সজ্জন এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু মানুষ ছিলেন, আমাদের মতো মুষ্টিমেয় ক'জন যারা সে দলে যোগ দেয়নি, এবং অন্যান্য যারা দলটিতে যোগ দিয়েও বাকশাল কিংবা শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধী ছিলেন, আমার জানামতো তাদের কারো সাথে মাহমুদ হাসানের কোন রকম অসদ্ভাব বা সম্প্রীতির অভাব ছিলনা। আরো উল্লেখ্য যে তিনি তার রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবাদে কারো কোন ক্ষতি করেছেন বা তার নিজে কোন ফায়দা উঠিয়েছেন বলে আমি মনে করতে পারছি না; যদিও সেটা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিলনা। আর হয়তো বা সে কারণেই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড উত্তর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তারও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

আশীর দশকের প্রথম দিকে মাহমুদ হাসান ডক্টরেট ডিগ্রি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি বৃত্তি নিয়ে আবার আমেরিকা চলে আসেন। পড়াশুনার মাঝপথে স্বল্পকালের জন্য দেশে ফিরে গেলেও সেখানে তিনি থাকেন নি; চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে আবার আমেরিকা চলে এসেছিলেন ডক্টরেট শেষ করার জন্য। তারপর আর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশে ফেরত যান নি। প্রথমে বোস্টন, পরে আলাবামা

এবং সবশেষে এই রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলে এসে স্থায়ী ভাবে আস্তানা গেড়েছেন। বসবাসের জন্য এখানে সুন্দর বাড়ি কিনেছেন। তার দুই ছেলে শিবলি এবং সাকিবের বিয়ে হয়ে গেছে, একমাত্র মেয়ে সাবরিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। জীবনের বহুদূর পথ পার হয়ে এখন তিনি একজন সুখী এবং সফল মানুষ। তার যৌবনের সেই নায়কোচিত চেহারা আর নেই, অধিকাংশ লোকেরই বোধহয় তা থাকে না; কিন্তু হাসানের সদাহাস্যোজ্জল চেহারা, সহিষ্ণুতা এবং মানুষের উপকার করার প্রবণতা এখনো আগের মতই রয়ে গেছে।

আমার মনে মাঝে মাঝে অদ্ভুদ সব প্রশ্ন জাগে। আমি, আমার বন্ধু আইনুল, মাহমুদ হাসান এবং এমন আরো হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক - যারা বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিলান্ডে মোটামুটিভাবে স্বস্তিময় এবং শান্তিপূর্ণ এবং 'সফল' জীবন গড়ে তুলেছি বলে আত্ম প্রসাদ লাভ করে থাকি; সত্যি কি আমরা তা বিশ্বাস করি? এই জীবনই কি আমরা চেয়েছিলাম? কবি নীরেন্দ্রনাথের একটা কবিতা এখানে খুব মনে পরছেঃ

> 'আমাদের মধ্যে যে এখন মাস্টারী করে, অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত,
> যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল, উকিল হলে তার এমন কোন ক্ষতি হোত না।
> অথচ সকলেরই ইচ্ছা পূরণ হলো এক অমলকান্তি ছাড়া।
> অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
> সেই অমলকান্তি, রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
> যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।'

আমাদের মধ্যে ক'জন অমলকান্তি নই, আমরা কি তা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি? অনেক রাত পর্যন্ত গল্প চললো। কাল, ২৭ আগস্ট রোববার আমাদের নতুন এপার্টমেন্টের চাবি নিতে যেতে হবে, তারপর বাসার জন্য প্রয়োজনীয় কেনা-কাটায় বেরুতে হবে ইত্যাদি অনেক কাজ। অতএব গল্প ক্ষান্ত দিয়ে শুতে গেলাম। শোয়ার পরই কিন্তু ঘুম এলো না; নানা ধরণের চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ভিড় জমাতে শুরু করলো। আমি ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'একজিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে' [Executive Development Program] পড়িয়েছি; এবং সেসব জায়গায় খুব ভাল শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছি। কিন্তু আমেরিকান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আমার ভাবনা হচ্ছিল আমি এখানে আমার পূর্ব অর্জিত ভাল শিক্ষকের সুনাম বজায় রাখতে পারবো তো?

আরো একটা ব্যাপারেও আমার বেশ ভাবনা হচ্ছিল; রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্যাম্পাসে আমাকে পড়াতে হবে, সেখানে রিপাবলিকান দলের অনুসারী এবং ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রী এবং কর্মকর্তাদের সংখ্যাই নাকি বেশী। প্রচন্ড ঠোঁটকাটা এবং রগচটা বলে আমার বেশ একটু দূর্নাম আছে। আমার ভয়, আমার মুখ দিয়ে কখন না জানি আবার বুশ এবং ইহুদী বিরোধী কোন বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। আমেরিকাতে এখন ইহুদী বিরোধী কথাবার্তা বা কার্যক্রম [anti-semitism] দন্ডনীয় অপরাধ। আর কোন মুসলমান যদি এ অপরাধে অপরাধী হয়, তা'হলে যে কি শাস্তি হতে পারে সে কেবল আল্লাহতায়ালাই বলতে পারেন। আমি আমার মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্বিত; তবে অন্যধর্মের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই অমুসলিম, এবং তাদের মতো ভাল লোকদের বন্ধু হতে পেরে আমি গর্বিত। আর শিক্ষক হিসেবে সব ছাত্রই - সে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী বা নাস্তিক যাই হোক না কেন - আমার কাছে সমান। মুসলমান ছাত্রদের প্রতি আমার যেমন কোন বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই, ঠিক তেমনি অন্য

কোন ধর্মের ছাত্রদের প্রতি আমার নেই কোন বিকর্ষণ ও। তবে হ্যাঁ, গবেষনা ভিত্তিক ডক্টরেট বা মাস্টার্স প্রোগ্রামে ছাত্র নেবার ব্যাপারে আমার অবশ্যই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে, সেটা প্রত্যেক শিক্ষকেরই থাকে। কিন্তু সেটা মোটেও ধর্মভিত্তিক নয়।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারবো না। মাহমুদ হাসানের ডাকে যখন ঘুম ভাংলো তখন ঘড়ি আটটার কাঁটা পার হয়ে গেছে। উনি জানালেন নাস্তা দেয়া হচ্ছে। তড়িঘড়ি করে বিছানা ছেড়ে উঠলাম এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসলাম। নাস্তা শেষ করে আমারা নিউ ব্রানসউইকের হাইলান্ড পার্ক সাবার্বে আমাদের নতুন বাসা দেখতে যাবো।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)